কলকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক: **বিবেক চৌধুরী, বিচারপতি**

অর্ণব চৌধুরী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

সিআরআর-2022-এর 4185, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১৪.১২.২০২২ তারিখে

(A) ফৌজদারি কার্যবিধি (1974-এর 2) , ধারা 482-কার্যবাহ বাতিল করা-প্রাথমিকভাবে মামলা-বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণ গাড়ি চালানোর ফলে অনিচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধ-অভিযুক্তের বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগ যে তথ্যদাতার মেয়েকে গুরুতর আঘাত করে এবং চূড়ান্ত মৃত্যু ঘটায়-কোনও কল্পনায় বলা যায় না যে গাড়ি চালানোর সময় অভিযুক্তের জ্ঞান ছিল যে এটি তার এক বন্ধুর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণ হতে পারে-তদন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি যেখানে অভিযুক্তের জ্ঞান সংগ্রহ করা যেতে পারে-অপরাধীর জ্ঞানের প্রমাণ কেবল পরিস্থিতিগত প্রমাণের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা যেতে পারে-একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি খুব দ্রুত গতিতে এবং বিপজ্জনক পদ্ধতিতে গাড়ি চালাবেন না যা তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না- ফৌজদারি কার্যবাহ বাতিল করার জন্য কোনও মামলা করা হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 21,22,23,24)

(B) দণ্ডবিধি (1860-এর 45 নং ধারা), প্রথম ধারা, দ্বিতীয় ধারা-অবহেলার কারণে মৃত্যু ঘটানো-দোষাবহ মৃত্যু থেকে হত্যার পরিমাণ না হওয়া-দণ্ডনীয় অপরাধের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির 304 ধারা-2 এবং ধারা 304A- তে এমন একটি মামলা করা হয়েছে যেখানে বেপরোয়া বা অবহেলাপূর্ণ কাজ করার ফলে মৃত্যু ঘটে যা অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সমান নয়-যেখানে অভিপ্রায় বা জ্ঞান অভিযোগ করা আইনের "অনুপ্রেরণামূলক শক্তি", সেখানে ধারা 304এ-কে আরও গুরুতর বা সবচেয়ে গুরুতর অপরাধমূলক নরহত্যার অভিযোগের জন্য জায়গা করে দিতে হবে যা হত্যা বা হত্যার পরিমাণের সমান নয় কারণ তথ্য প্রকাশ পায়-ধারা 304এ-এর প্রয়োগ সেই ক্ষেত্রে রয়েছে যেখানে মৃত্যু ঘটানোর কোনও উদ্দেশ্য নেই বা জ্ঞান নেই যে কাজটি সম্ভবত মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

(অনুচ্ছেদ 21)

(C) দণ্ডবিধি (1860 সালের 45), 304 ধারায় প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ-খুনের সমতুল্য নয় এমন অপরাধমূলক নরহত্যা-প্রয়োজনীয় উপাদান-ধারা 304 দুটি অংশে বিভক্ত, যেখানে প্রথম অংশকে সাধারণত "প্রথম অংশ 304" এবং দ্বিতীয় অংশকে "দ্বিতীয় অংশ 304" হিসাবে উল্লেখ করা হয়-প্রথম অংশটি প্রযোজ্য যেখানে অভিযুক্ত ভুক্তভোগীকে এমন শারীরিক আঘাত করার অভিপ্রায় নিয়ে মৃত্যু ঘটায় যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে-অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশটি কার্যকর হয় যখন মৃত্যু এমন কোনও কাজ করার কারণে ঘটে যে এটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তবে মৃত্যু বা এমন শারীরিক আঘাতের কারণ হওয়ার কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই যা -অপরাধীর অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে যে শারীরিক আঘাত এমন যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

(অনুচ্ছেদ 15,18)

(D) দণ্ডবিধি (1860 এর 45) , ধারা 304A— অবহেলার দ্বারা মৃত্যু - সুযোগ - ধারা 304 A বেপরোয়া বা অবহেলামূলক কাজ দ্বারা নরহত্যামূলক মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত - এটি একটি নতুন অপরাধ তৈরি করে না তবে এটি সেই অপরাধের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়

যেখানে মৃত্যু উদ্দেশ্য বা জ্ঞান ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে - বিধানটিতে "অপরাধমূলক নরহত্যার পরিমাণ নয়" শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্পষ্টভাবে বোঝায় যে এই আইনটি এমন মামলাকে আলিঙ্গন করতে চায় যেখানে মৃত্যু ঘটানোর কোনো উদ্দেশ্য নেই, বা যে কাজটি করা হয়েছে তা সমস্ত সম্ভাবনার ফলাফলে আসবে মৃত্যুতে - এটি এমন কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা বেপরোয়া বা অবহেলা এবং সরাসরি অন্য ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ।

(অনুচ্ছেদ 20)

উদ্ধৃত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**

এয়ারঅনলাইন 2019 ক্যাল 1181 পারা নং। (13)

এআইআর 2012 এসসি 861:2012 সিআরআই এলজে 1066 (এসসি):2012 এআইআর এসসিডব্লিউ 648 পারা নং। (6)

এআইআর 2012 এসসি 3802:2012 সিআরাই এলজে 1160 (এসসি):2012 এআইআর এসসিডব্লিউ 930 পারা নং। (9)

এআইআর 2012 এসসি 3104:2012 সিআরআই এলজে 4174 (এসসি):2012 এআইআর এসসিডব্লিউ 4506 পারা নং। (10)

2012 সিআরআই এলজে (এনওসি) 168 (ক্যাল) অনুচ্ছেদ নং। (5)

2006 সিআরআই এলজে 2468 (এসসি):এআইআর 2006 এসসি 1937:2006 এআইআর এসসিডব্লিউ 2330পারা নং। (12)

এআইআর 1992 এসসি 604:1992 সিআরআই এলজে 527 (এসসি):1992 এআইআর এসসিডব্লিউ 237 পারা নং। (7)

এআইআর 1977 এসসি 2229 পারা নং।(12)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষেঃ শেখর কুমার বসু, বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট, শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা টিবেরওয়াল, রাজদীপ মজুমদার, ময়ূখ মুখার্জি; সুদিপ্ত মৈত্র, বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট

প্রতিবাদী জন্যঃ অয়ন ভট্টাচার্য, পবন কুমার গুপ্ত, অমিতাভ রায়, বিজয় ভার্মা, মিসেস সোফিয়া নেসার, শান্তনু সেট, আদিত্যা রতন তিওয়ারি, রণবীর রায় চৌধুরী, আনন্দ কেশরী।

1. **আদেশঃ-আবেদনকারী** ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 482-এর অধীনে এই আদালতের কাছে আবেদন করেছেন CGR কেস নং 3436/2022 যেটি বালিগঞ্জ পিএস কেস নং 123 অফ 2022 14ই নভেম্বর তারিখের, ভারতীয় দণ্ডবিধির পার্ট-II 2/308/427 ধারার অধীনে এর সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়াটি বাতিল করার জন্য যা বর্তমানে আলিপুর, দক্ষিণ 24 পরগণার বিজ্ঞ প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন।

2. 14ই নভেম্বর, 2022 তারিখে বসন্ত ঝুনঝুনওয়ালা নামে বিপরীত পক্ষের এক ব্যক্তি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর মেয়ে জয়ন্তিকা ঝুনঝুনওয়ালা বেলা 12টা 30 মিনিটে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর দ্বারা এটিও জানা গেছে যে উল্লিখিত গাড়িটি দরখাস্তকারী খুব দ্রুত গতিতে এবং বিপজ্জনকভাবে চালনা করেছিল যার ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল।প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর মেয়ে ওই গাড়িতে চালক ছাড়াও আরও দুই যুবকের সাথে ভ্রমণ করছিলেন এবং তিনি আহত হয়ে মারা যান।উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 279/304 Part-II/308/427-এর অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে এবং বর্তমানে তদন্ত চলছে৷

3. যদিও পিটিশনকারী 14 ই নভেম্বর, 2022 তারিখের বালিগঞ্জ পিএস কেস নং 123 বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেন, তবে আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কৌঁসুলি এই প্রশ্নে তার দাখিলকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন যে তথ্য ও পরিস্থিতিতে, এফআইআর মামলাটি হওয়া উচিত ছিল কিনা ভারতীয় দণ্ডবিধি এর 304-A ধারার অধীনে নিবন্ধিত।

4. সমস্যাটি ব্যাখ্যা করে, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কাউন্সেল বলেন যে অভিযোগ দায়ের করার আগে একটি জিডি এন্ট্রি বালিগঞ্জ পিএস জিডি এন্ট্রি নং 911; 13 নভেম্বর, 2022 তারিখে উল্লিখিত রাস্তার ট্রাফিকের দুর্ঘটনা এক্ষেত্রে দায়ের করা হয়েছিল এবং বালিগঞ্জ পিএস-এর সাথে সংযুক্ত একজন পুলিশ আধিকারিক উক্ত ঘটনার বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করেছেন।উল্লিখিত তদন্ত প্রতিবেদনটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রথম দিকের 3টি তথ্যের বর্ণনা।উল্লিখিত তদন্ত প্রতিবেদন (জিডি এন্ট্রি নং 915) থেকে পাওয়া যায় যে পুলিশ আধিকারিক কুসুম অ্যাপার্টমেন্ট, 11 জিএস রোডের সামনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং একটি ছোট জমায়েত দেখতে পান।তিনি ফুটপাতে উল্টে যাওয়া অবস্থায় একটি প্রাইভেট কার, যার নং WB-02 AR-9165 দেখতে পান।গাড়িটি মারাত্মকভাবে ভেঙে যায় এবং তিনি গাড়ির ভিতরে গুরুতর আহত অবস্থায় দুই পুরুষ ও দুই মহিলাকে দেখতে পান।

তিনি 11, জিএস রোডের সামনে রাস্তার মাঝখানে একটি দুধের ভ্যান যার রেজিস্ট্রেশন নং ডাব্লুবি-25ই-8678 পড়ে থাকতে দেখেন।উক্ত ভ্যানটির সামনের বাঁ দিকটিও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।স্থানীয় তদন্ত থেকে জানা যায় যে, 14ই নভেম্বর, 2022-এ সকাল সাড়ে দশটার দিকে উপরোক্ত নম্বরযুক্ত ব্যক্তিগত গাড়ির চালক পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে জিএস রোড বরাবর বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এই জেনে যে, তার বেপরোয়া ও অসাবধতার কারণে গুরুতর আঘাত বা মৃত্যুর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে।উক্ত গাড়িটি যখন 11 জি. এস রোডের সামনে পৌঁছায়, তখন সেটি প্রথমে রাস্তার পাশের ফুটপাথে ধাক্কা খায় এবং তারপর বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দুধের ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা খায়।
এই সংঘর্ষের ফলে ফুটপাতের কাছে ব্যক্তিগত গাড়িটি উল্টে যায় এবং চালকসহ আরও তিনজন যাত্রী গুরুতর আহত হন।পুলিশ আধিকারিক আহত ব্যক্তিদের পরিচয় পেয়েছেন।তদন্তের পর পুলিশ আধিকারিকটি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেন।

5. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে শিক্ষিত প্রবীণ আইনজীবী গৌতম সিং বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মামলায় (2010) 1 সিআর এলআর (ক্যাল) 586: (2012 সিআর এলজে (এনওসি) 168 (ক্যাল))-এ রিপোর্ট করা এই আদালতের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন যা আদালতকে জিডি এন্ট্রি No.911 তারিখ 13 নভেম্বর, 2022 অনুসারে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
আবেদনকারীর পক্ষ থেকে প্রবীণ কৌঁসুলির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, নথি এবং এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত নথিগুলি কখনও অভিযুক্ত/চালকের ইচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত কাজের মামলা তৈরি করে না, এমনকি প্রাথমিকভাবেও যে অভিযুক্ত এই ধরনের কাজের কারণে মৃত্যু

ঘটিয়েছে, এই জেনে যে এটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
এটি একেবারেই বেপরোয়া এবং অবহেলা করে গাড়ি চালানোর ঘটনা, যার ফলে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর মেয়ের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি 304A ধারায় মামলা দায়ের করা উচিত ছিল।

6. 2012 (2) এস. সি. সি 182-তে পঞ্জাব রাজ্য বনাম বলবিন্দর সিং এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে প্রবীণ কৌঁসুলিঃ (এ. আই. আর 2012 এস. সি **861) বলেন যে, যে** মামলায় কোনও **ব্যক্তি বেপরোয়া বা অবহেলাপূর্ণ** কাজ করে অন্যের মৃত্যু ঘটিয়েছে, কিন্তু মৃত্যু ঘটানোর কোনও অভিপ্রায় নেই এবং এই ধরনের বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণ কাজ মৃত্যুর কারণ হবে এমন কোনও জ্ঞান নেই, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি 304A ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য মামলা দায়ের করা উচিত।কৌঁসুলি গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি যেমন আছে তেমনই 304 ধারা অংশ-2-এর অধীনে শাস্তিমূলক বিধান অভিযুক্তদের জন্য দায়ী করা যায় না।

অতএব, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে মামলাটি নথিভুক্ত করা আইনত খারাপ এবং যতদূর পর্যন্ত এটি 304 ধারা-2-এর সাথে সম্পর্কিত তদন্তমূলক কার্যধারা বাতিল করা উচিত।

7. তাঁর যুক্তির সমর্থনে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী আরও এ. আই. আর 1992 এস. সি 604-এ রিপোর্ট করা হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য-এর মামলাটি উল্লেখ করেছেন।তাঁর পক্ষ থেকে **বলা হয়েছে যে, "যেখানে** প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি বাহ্যতঃ নেওয়া হলেও এবং সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না" এবং "যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না" এবং "যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এত অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা বাতিলযোগ্য।"

8. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে প্রবীণ কৌঁসুলি আরও বলেন যে, আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে এফআইআর-এর প্রাপ্তি বা রেকর্ডিং ফৌজদারি তদন্ত শুরু করার পূর্বশর্ত নয়।ধারা 157 তদন্তের পদ্ধতি প্রদান করে।যদি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার, তথ্য প্রাপ্তির পরে বা অন্যথায়, একটি আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ থাকে এবং তাকে তদন্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে যাবেন বা তার অধস্তন কর্মকর্তাদের একজনকে নিযুক্ত করবেন ঘটনা ও পরিস্থিতি তদন্ত করার জন্য এবং

প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে জিডি এন্ট্রি No.915 যা 14 নভেম্বর, 2022-এ 5টা 45 মিনিটে রেকর্ড করা হয়েছিল তা স্পষ্টতই এফআইআর হিসাবে বিবেচিত হয়নি কারণ পুলিশ আধিকারিক ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 ধারার অধীনে কোনও অপরাধের তদন্ত শুরু করার কোনও কারণ খুঁজে পাননি।

9. মিস্টার সুদীপ্ত মৈত্র, ব্যক্তিগত বিপরীত পক্ষের পক্ষে বরিষ্ঠ আইনজীবী, অন্যদিকে দাখিল করেছেন যে ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 পার্ট-২ এর অধীনে চার্জ আনার জন্য, প্রসিকিউশনকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু প্রমাণ করতে হবে ; অভিযুক্তের কর্মের কারণে এমন মৃত্যু ঘটেছে এবং তিনি জানতেন যে এই ধরনের কাজ মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

বিপরীতভাবে, যে ক্ষেত্রে অবহেলা বা বেপরোয়া মৃত্যুর কারণ এবং এর বেশি কিছু নয়, সেই ক্ষেত্রে 304A ধারাটি আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু যেখানে বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণ কাজের আগে এই জ্ঞান থাকে যে এই ধরনের কাজ মৃত্যুর কারণ হতে পারে, ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 ধারা দ্বিতীয় অংশটি আকৃষ্ট হতে পারে এবং যদি এই ধরনের বেপরোয়া ও অবহেলা কাজের আগে অন্যায়কারীর পক্ষ থেকে মৃত্যুর কারণ হওয়ার প্রকৃত ঘটনা ঘটে, তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি 302 ধারার অধীনে অপরাধ শাস্তিযোগ্য হতে পারে।এইভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 এবং 304-A ধারার অধীনে শাস্তিমূলক বিধানগুলির প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট পার্থক্য অ্যালিস্টার অ্যান্টনি পারেইরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য" 2012 (2) এসসিসি 648-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

10. এটি শ্রী মৈত্র দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে। পি. এস. লোধি কলোনি, নয়াদিল্লি বনাম সঞ্জীব নন্দা 2012 সালে সি. আর. আই এল. জে 4174 (এস. সি)-তে রিপোর্ট করেছিলেন যে, একটি মামলায় অভিযুক্তরা যেখানে উচ্চ গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছয়জনকে ধাক্কা দেয়, তাদের চাপা দেয় যার ফলে তাদের মৃত্যু হয় এবং অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল এবং সে আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে থামেনি। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 পার্ট-2-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

11. বর্তমান মামলায় আসা যাক, বেসরকারি বিপরীত পক্ষের পক্ষে বরিষ্ঠ কাউন্সেল মিঃ মৈত্র বলেছেন যে দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল তদন্ত করেছিল।স্থানীয় বাসিন্দারা যারা দুর্ঘটনাটি দেখেছিলেন তারা পুলিশ আধিকারিককে বলেছিলেন যে অপরাধী গাড়িটি খুব দ্রুত গতিতে এবং বিপজ্জনক উপায়ে চালান। আবেদনকারী যিনি উক্ত গাড়ির চালক ছিলেন, তিনি জানতেন যে গাড়িটি যদি অত্যধিক গতিতে এবং এত বিপজ্জনকভাবে চালানো হয় তবে এটি মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।চালকের সচেতন জ্ঞানে এই ধরনের বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণ গাড়ি চালানোর ফলে গাড়িটি ফুটপাতের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং তারপর বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দুধের ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং উল্টে যায় যার ফলে দুইজন যাত্রী গুরুতর আহত হন এবং প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর মেয়ের মৃত্যু হয়।এই

পরিস্থিতিতে, তদন্তের এই পর্যায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 ধারা-অংশ-2-এর অধীনে অপরাধের বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া বাতিল করা এই আদালতের পক্ষে যথাযথ হবে না।

12. শ্রী মৈত্র আরও বলেন যে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেছিল 2022 সালের 14ই নভেম্বর ভোরের দিকে।তদন্তকারী আধিকারিককে প্রকৃত অভিযোগকারীর মামলার সত্যতা বিবেচনা করার কোনও সুযোগ না দিয়ে আবেদনকারী 2022 সালের 16ই নভেম্বর মামলাটি বাতিল করার জন্য এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তদন্তের এই অস্পষ্ট পর্যায়ে আদালতের প্রসিকিউশনের মামলাটি বাতিল করা উচিত নয়। যুক্তির সমর্থনে, বেসরকারী বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য ও অন্য (1977) 4 এস. সি. সি 451-এ রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেনঃ (এ. আই. আর 1977 এস. সি 2229)।

উপরোক্ত প্রতিবেদনের 2 নং অনুচ্ছেদটি এই মামলার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক এবং নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"2।এটি আমাদের চরমভাবে অবাক করে যে হাইকোর্ট ভেবেছিল যে ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারার অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এটি একটি প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করতে পারে।এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্ডেন দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের তদন্তও শুরু করেনি পুলিশ এবং এফ আই আর -এর অনুসরণে কোনও আদালতে কোনও প্রক্রিয়া বিচারাধীন ছিল না। এটা অনুধাবন করা উচিত যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উচ্চ আদালতকে ইচ্ছা বা খেয়ালখুশী অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না।সেই বিধিবদ্ধ ক্ষমতা সংযতভাবে, সতর্কতার সঙ্গে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। "একই বিষয়ে, শ্রী মৈত্র 2006 সালে 'মনু কুমারী ও অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্য' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যা উপরোক্ত প্রতিবেদনের 19 অনুচ্ছেদে 'ক্রি এল জে 2468 (এসসি)'-তে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি 482 ধারার অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতা খুব বিস্তৃত এবং ক্ষমতার প্রাচুর্যের জন্য এর অনুশীলনে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন।আদালতকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত সঠিক নীতির উপর ভিত্তি করে হয়।একটি বৈধ বিচারকে দমন করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয়।একটি রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হওয়ায় হাইকোর্টের সাধারণত এমন একটি মামলায় প্রাথমিক সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত যেখানে গোটা তথ্য অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট, অধিকন্তু যখন সাক্ষ্যে সংগ্রহ করা হয় না এবং আদালতে হাজির করা হয় না এবং এর সাথে জড়িত বিষয়গুলি, বাস্তব বা আইনগত হোক না কেন, তা ব্যাপক এবং পর্যাপ্ত উপকরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায় না।"

13. তাঁর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বর্তমান মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা এখনও অভিযোগের সমর্থনে সমস্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে পারেননি।তদন্তকারী সংস্থাকে এই মামলার তদন্তের জন্য

পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া উচিত।তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীকে অপেক্ষা করতে হবে।

এই পর্যায়ে তদন্ত প্রক্রিয়া বাতিল করা উচিত নয়।শ্রী মৈত্র 2018 সালের সি. আর. আর 3241 এবং 2018 সালের সি. আর. এ. এন 3192-এ এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেছেনঃ বিক্রম চ্যাটার্জি বনাম পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্য, (এ. আই. আর. ও. এনলাইন 2019 ক্যাল 1181) 13ই ফেব্রুয়ারি, 2019-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এই ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি-এর 227 ধারার অধীনে অভিযুক্তের মুক্তির প্রার্থনা বিচারিক আদালত খারিজ করে দেয়।এরপর আসামি পুনর্বিবেচনার জন্য এই আদালতের দ্বারস্থ হন।এই ক্ষেত্রেও আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 ধারা-2-এর অধীনে ভুলভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সমন্বয়কারী বেঞ্চ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ"এই মুহূর্তে মিঃ ঘোষের এই ধরনের যুক্তির সাথে আমি একমত হতে পারছি না যা মিঃ এস জি মুখার্জির কেস ডায়েরি থেকে উঠে আসা পুরো ঘটনাটি বিবেচনায় নিয়ে, পাবলিক প্রসিকিউটর রাষ্ট্র/বিপরীপক্ষের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন যেখান থেকে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে ঘটনার আগের রাতে, আবেদনকারী গাড়ির চালক হিসাবে প্রতি ঘন্টায় 105 কিমি গতিতে স্টিয়ারিংয়ে বসেছিলেন। .তবে, অভিযুক্ত 10টি অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি 304A ধারার মধ্যে বা ভারতীয় দণ্ডবিধি 304-2 ধারার অধীনে আসবে কিনা এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা ভারতীয় দণ্ডবিধি 304- অংশ-2 ধারার অধীনে প্রধান ধারার জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিতে পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন কিনা তা পুলিশের কাগজপত্র বিবেচনা করা বিজ্ঞ বিচার আদালতের দায়িত্ব, তবে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়নের পরে তাদের শপথের উপর ভিত্তি করে করা যেতে পারে।

14. আবেদনকারী এবং বেসরকারি বিরোধী পক্ষের বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলির পক্ষে জমা দেওয়া বিষয়টি বিবেচনা করে, পাশাপাশি পি পি ইন চার্জ যিনি কেস ডায়েরি থেকে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র বিবেচনার জন্য রেখেছেন, এই আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত উপকরণের অধীনে, ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 অংশ-2 ধারার শাস্তিমূলক বিধানের অধীনে মামলা নথিভুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত কিনা বা ভারতীয় দণ্ডবিধি 304-A ধারার অধীনে এটি হ্রাস করা উচিত কিনা।

ধারা 304 এইভাবে চলেঃ

"304।অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্য শাস্তি যা হত্যার সমতুল্য নয়।- যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা করে যা হত্যার সমতুল্য নয়, তাকে 1 [যাবজ্জীবন কারাদণ্ড] অথবা উভয় দণ্ডের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে, এবং অর্থদণ্ডেও দন্ডিত হতে হবে, যদি মৃত্যু ঘটানো কাজটি মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, অথবা এই ধরনের শারীরিক আঘাত করার উদ্দেশ্যে করা হয়।

15. 304 ধারার সরল পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, দুটি অংশে এই ধারার প্রথম অংশকে

সাধারণত "ধারা 304 অংশ-1" এবং দ্বিতীয় অংশকে "ধারা 304 অংশ-2" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।প্রথম অংশটি প্রযোজ্য যেখানে অভিযুক্ত এমন 11টি শারীরিক আঘাত করার অভিপ্রায় নিয়ে ভুক্তভোগীর মৃত্যু ঘটায় যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশটি কার্যকর হয় যখন মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন কোনও কাজ করার কারণে মৃত্যু ঘটে, তবে মৃত্যু বা এমন কোনও শারীরিক আঘাতের অভিপ্রায় ছাড়াই যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

16. ভারতীয় দণ্ডবিধির নির্মাতারা লক্ষ্য করেছেনঃ"এই অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হল যে উদ্দেশ্য বা জ্ঞান দিয়ে মৃত্যুর কারণ হওয়া এই ধরনের কাজ করা হয়েছিল।মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় বা এই জ্ঞান যে সম্ভবত মৃত্যু ঘটবে, তা অপরিহার্য এবং আইন মূলত এটির দিকেই নজর দেয়।এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে যাদের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে তাদের স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে কোনও দোষী সাব্যস্ত হওয়া উচিত নয়, যদি না প্রমাণ থেকে এই ধরনের উদ্দেশ্য বা জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান ছিল বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

17. নির্মাতারা আরও বলেনঃ- "এটা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, এগুলি মনের অভ্যন্তরীণ এবং অদৃশ্য কাজ দেখে প্রয়োজনীয় অভিপ্রায় বা জ্ঞানের অস্তিত্ব কীভাবে প্রমাণিত হতে পারে?এগুলি কেবল বাহ্যিক এবং দৃশ্যমান ক্রিয়া থেকে নিশ্চিত করা যায়।পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা আমাদের মানুষের আচরণ এবং তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সংযোগের বিচার করতে সক্ষম করে।আমরা জানি যে একজন বুদ্ধিমান মানুষ সাধারণত অসাবধানতার সাথে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু কাজ করে না এবং সাধারণত তার আচরণ থেকে অনুমান করতে আমাদের কোনও অসুবিধা হয় না যে কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার আসল উদ্দেশ্য কী ছিল।

18. ধারা 304 অংশ-2 প্রয়োগ করার আগে, নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অবশ্যই সন্তুষ্ট করতে হবেঃ_

(১) অপরাধীর অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে যে শারীরিক আঘাত এমন যে এটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

19. অন্যদিকে, ভারতীয় দণ্ডবিধির (সংশোধনী) আইন, 1870 দ্বারা 304A ধারা যুক্ত করা হয়েছিল এবং এইভাবে লেখা হয়েছেঃ_

"304A অবহেলার কারণে মৃত্যু ঘটানো - যে ব্যক্তি বেপরোয়া বা অবহেলাপূর্ণ কোনও কাজ করে কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়, যা দণ্ডনীয় নরহত্যার সমতুল্য নয়, তাকে উভয় বর্ণের কারাদণ্ডে, যা দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

20. এই ধারাটি বেপরোয়া বা অবহেলাজনিত কাজের দ্বারা নরহত্যার মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত।এটি কোনও নতুন অপরাধ সৃষ্টি করে না।এটি ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা 299 এবং 300 এর অধীনে সীমার বাইরের অপরাধের বিরুদ্ধে নির্দেশিত এবং সেই মামলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে ইচ্ছা বা জ্ঞান ছাড়াই মৃত্যু হয়েছে।বিধানে "দোষী সাব্যস্ত নরহত্যার সমতুল্য নয়"

শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্পষ্টভাবে বোঝায় যে এই ধারাটি এই মামলাটিকে আলিঙ্গন করতে চায় যেখানে মৃত্যু ঘটানোর কোনও অভিপ্রায় নেই, বা জ্ঞান নেই যে এই কাজটি সম্ভবত মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

এটি এমন কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা অবহেলাজনিত কাজে এবং সরাসরি অন্য ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ।

21. এইভাবে 304 ধারা এবং 304A ধারার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 304A ধারাটি এমন একটি মামলা তৈরি করে যেখানে বেপরোয়া করে বা অবহেলা করে মৃত্যু ঘটানো হয় যা 299 ধারার অর্থের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা বা ভারতীয় দণ্ডবিধি 300 ধারার অধীনে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার সমতুল্য নয়।অন্য কথায়, ধারা 304এ ধারা 299 এবং ধারা 300-এর সমস্ত উপাদান বাদ দেয়।যেখানে অভিপ্রায় বা জ্ঞান এই আইনের "প্রেরণাদায়ক শক্তি" হয়, সেখানে ধারা 304A অপরাধমূলক হত্যাকাণ্ডের গুরুতর বা সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগের জন্য জায়গা তৈরি করতে হবে যা হত্যার পরিমাণ নয় বা হত্যার পরিমাণ হিসাবে ঘটনা প্রকাশ করে।

এই ধারার প্রয়োগ সেইসব ক্ষেত্রে রয়েছে যেখানে মৃত্যু ঘটানোর কোনও অভিপ্রায় বা জ্ঞান নেই যে এই কাজটি সম্ভবত মৃত্যুর কারণ হবে।দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী খুব জোরের সাথে যুক্তি দেন যে কোন কল্পনা প্রসারিত না করে, এটা বলা যেতে পারে যে গাড়ি চালানোর সময় আবেদনকারীর জ্ঞান ছিল যে এটি তার এক বন্ধুর দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটাবে।

22. বিপরীতে, 2 নং বেসরকারি বিপরীত পক্ষের আইনজীবী দ্বারা জোরালোভাবে অনুরোধ করা হয় যে মামলার তদন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি যেখানে এটি সংগ্রহ করা যেতে পারে যে আবেদনকারীর খুব দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর জ্ঞান ছিল কিনা এবং বিপজ্জনক উপায়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যার ফলে সহযাত্রীর মৃত্যু হতে পারে।

23. আমি ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে অপরাধীর জ্ঞানের কোনও সরাসরি প্রমাণ থাকতে পারে না।এটি শুধুমাত্র পরিস্থিতিগত প্রমাণের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা যেতে পারে।এই পরিস্থিতিতে আদালত যে পরীক্ষা গ্রহণ করে, তা হল একই তথ্য ও পরিস্থিতিতে বিচক্ষণ ব্যক্তির পরীক্ষা।একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি খুব দ্রুত গতিতে এবং বিপজ্জনক পদ্ধতিতে গাড়ি চালাবেন না যা তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না কারণ একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞান রয়েছে যে খুব দ্রুত গতিতে এবং বিপজ্জনক পদ্ধতিতে গাড়ি চালানো হলে মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে।

14 নভেম্বর, 2022 তারিখের G.D No.915-এর প্রাথমিক পুলিশ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় যে আপত্তিকর গাড়িটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে এত দ্রুত গতিতে চালিত হচ্ছিল যে এটি প্রথমে ফুটপাথের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল এবং তারপর বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দুধের

ভ্যানের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং তারপর উল্টে যায়।আবেদনকারী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন যদিও তিনি জানতেন যে এই ধরনের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ফলে যে কোনও পথচারী বা তিনি এবং তাঁর সহযাত্রীদের মৃত্যু হতে পারে।

24. তাই তদন্তের এই পর্যায়ে আমি ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 ধারা- অংশ-2-এর অধীনে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বাতিল করতে আগ্রহী নই।

25. তদনুসারে বর্তমান ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের কোনও উপাদান ছাড়াই প্রতিযোগিতায় খারিজ করা হয়।

আবেদন খারিজ করা হল

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.